সমকাল

তারিখ ... 05 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ২ .....

বিশ্ব শিক্ষক দিবস আজ

পৃথক বেতন স্কেল কতদূর

■ সাব্বির নেওয়াজ

আবু রাসেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে অনার্স-মাস্টার্স শেষ করে ৩২তম বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে যোগ দেন। কলারোয়া সরকারি কলেজে তিনি প্রভাষক হিসেবে দু'বছর শিক্ষকতা করেন। পরে ৩৩তম বিসিএসের মাধ্যমে পুলিশ ক্যাডারে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি ঢাকায় র‍্যাব-৩-এ কর্মরত। আবু রাসেলের মতো বহু মেধাবী শিক্ষক এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। এর মূল কারণ হিসেবে শিক্ষাবিদরা বলছেন, এ পেশায় সামাজিক সম্মান অন্যান্য অনেক পেশার চেয়ে কম। বেসরকারি খাতে শিক্ষকতায় বেতন আরও কম। আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে প্রকৃত মেধাবীরা এ পেশায় আসছেন না। এলেও পরবর্তী সময়ে সুযোগ পেলে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন।

প্রবীণ শিক্ষক নেতা ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী বলেন, শিক্ষকদের জন্য সরকার প্রতিশ্রুত পৃথক বেতন স্কেল কার্যকর করা হলে এ পেশায় মর্যাদা ও সম্মান অনেক বেশি বাড়ত।

বর্তমান সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল চালুর ঘোষণা দিয়েছিল। নানা সময়ে এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও কথা বলেছেন। তবে অজ্ঞাত কারণে তা কার্যকর হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে এ বিষয়ে সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'শিক্ষকতা কেবল একটি পেশা নয়, একটি ব্রত। এটা সত্য শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন-ভাতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে যথাযথ মর্যাদাও হয়তো আমরা দিতে পারছি না। তবে এটাও সত্য, দেশটা দরিদ্র, সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদে শিক্ষকদের দাবি পূরণে সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সরকারের আমলে শিক্ষকদের বহু দাবি পূরণ হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরও দাবি পূরণ হবে।'

শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিনেও সরকারের এ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় তারা হতাশ। নিম্ন বেতন এবং সুযোগ-সুবিধার অভাবে দেশের বহু মেধাবী শিক্ষার্থী এখন শিক্ষকতা পেশায় নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে রাজি নন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকতা ছাড়া প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৫

পৃথক বেতন স্কেল কতদূর

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

পর্যায়েও শিক্ষকতায় মেধাবীদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। বিষয়টি শিক্ষার জন্য খুবই উদ্বেগজনক দাবি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, এ অবস্থা থেকে উত্তরণে শিক্ষার সামগ্রিক বাজেট বাড়াতে হবে। প্রকৃত মেধাবীদের এ পেশায় আনতে উচ্চ বেতন ও পদমর্যাদা বাড়াতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বেকারত্ব কাটাতে নিম্ন মেধার লোকজনও শিক্ষকতায় ঢুকে পড়েছেন। জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ এতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

এ রকম বাস্তবতার মাঝে আজ ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দেশে পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস।' ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘ এ দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালিত হচ্ছে। দিবসটির এ বছরের মূল ধ্বনি হলো 'স্বাধীনভাবে পাঠদান, শিক্ষক হবেন ক্ষমতাবান।'

এ উপলক্ষে বিশ্ব শিক্ষক দিবস জাতীয় উদযাপন পরিষদ আগামী ১৮ অক্টোবর রাজধানীতে বড় অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উদযাপন পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। পরিষদের সমন্বয়ক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ জানান, ১৮ অক্টোবর সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শোভাযাত্রা বের করা হবে। এটি টিএসসিতে গিয়ে শেষ হবে। এরপর সেখানে দিনভর আলোচনা সভা, প্রবীণ শিক্ষকদের প্রতীকী সম্মাননা প্রদান ও শিক্ষকদের প্রতীজ্ঞাপত্র পাঠ করা হবে। ইউনেস্কো, আহছানিয়া মিশন, অ্যাকশন এইড, ইউনিসেফ ও আইএলওর সম্মিলিত উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। তিনি জানান, বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে দেশের শিক্ষক সংগঠনগুলোর তরফ থেকে সরকারের প্রতি আইএলওর সুপারিশ কার্যকর, শিক্ষায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ, সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো চালু, শিক্ষক-অভিভাবক-ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-প্রশাসন সকলের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এদিকে, বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আজ বিকেল ৫টায় রাজধানীর লা-মেরিডিয়েন হোটেলে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এতে প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান মুখ্য আলোচক হিসেবে অংশ নেবেন।

এ ছাড়া আজ বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'স্বাধীন চিত্তে শিক্ষাদান ও শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা জাতীয়করণ লিয়াজোঁ কমিটি।